গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ।
www.lawjusticediv.gov.bd

নৈতিকতা কমিটির ২য় সভা
সভার কার্যবিবরণী।

তারিখ ঃ ২৯/১২/২০২০ খ্রিঃ
সময় ঃ ৩.০০ ঘটিকা
স্থান ঃ সভাকক্ষ, আইন ও বিচার বিভাগ।
আয়োজনে ঃ নৈতিকতা কমিটি, আইন ও বিচার বিভাগ।

আজ ২৯/১২/২০২০ খ্রিঃ তারিখে আইন ও বিচার বিভাগের সভা কক্ষে এ বিভাগের নৈতিকতার কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় সচিব মহোদয় উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। নৈতিকতা কমিটির সদস্যগণসহ এ বিভাগের সকল কর্মকর্তাবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভার শুরুতে জনাব উম্মে কুলসুম, নৈতিকতা কমিটির বিগত ত্রৈমাসিকে গৃহিত সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরেন। অতঃপর এ বিভাগের কর্মপরিকল্পনায় উল্লিখিত সকল লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বিগত ০৬(ছয়) মাসের অর্জন এবং এ ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা ও সমাধানের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

১ম ত্রৈমাসিকের গৃহিত সিদ্ধান্তের বিপরীতে নিম্নরূপ বাস্তবায়ন অগ্রগতি হয়েছে ঃ

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি প্রতিবেদন	বাস্তবায়ন
১।	শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা এর ত্রৈমাসিক রিপোর্ট যথাসময়ে প্রেরণ	যথাসময়ে ত্রৈমাসিক রিপোর্ট ও সিটিজেন চার্টার পরিবীক্ষণ রিপোর্ট মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	নৈতিকতা কমিটি
২।	চাকরি ও সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	ইতোমধ্যে ৫৮ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন-২)
৩।	ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ	ইতোমধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সর্বশেষ নির্দেশনার আলোকে ওয়েবসাইটে বিভিন্ন সেবাবক্স এর লোগো ও অন্যান্য পরিবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু সদ্য বদলীকৃত কর্মকর্তাদের যোগাযোগের নম্বর ও নাম সংযুক্ত করতে হবে।	সিনিয়র সহকারী সচিব বিচার শাখা-৮ ও প্রোগ্রামার
৪।	অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা আয়োজন।	ইতোমধ্যে কুমিল্লা জেলায় বিচারপ্রার্থী জনগণসহ অন্যান্য অংশীজনের অংশগ্রহণে বিগত ১২/১১/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	নৈতিকতা কমিটি
৫।	ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রকাশ	ক্রয় পরিকল্পনা প্রণীত। বিগত ৩০/৯/২০২০ খ্রিঃ তারিখে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।	যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন-২)
৬।	উত্তম চর্চার তালিকা প্রণয়ন ও প্রেরণ।	ইতোমধ্যে উত্তম চর্চার তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে বিগত ২৩/১২/২০২০ খ্রিঃ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে।	উত্তম চর্চার তালিকা প্রণয়ন সংক্রান্ত কমিটি

সভায় উপস্থিত সকল কর্মকর্তাগণের অবগতি ও প্রয়োজনীয় করণীয় নির্ধারণের জন্য এ বিভাগের কর্মপরিকল্পনার বিষয়ে শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ তুলে ধরেন ঃ

১। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ইতোমধ্যে কুমিল্লা ও নরসিংদী জেলায় অংশীজনদের অংশগ্রহণে সভা হয়েছে।

২। এ বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের অংশগ্রহণে ইতোমধ্যে চাকরী এবং সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ মোট ৫৮জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রদান করা হয়েছে। আশাকরি আগামী ত্রৈমাসিকের মধ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারী তাদের দায়িত্ব পালনে আন্তরিক হবেন এবং সেবার গুণগতমান বৃদ্ধি পাবে।

৩। ইতোমধ্যে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক বিভিন্ন আইন ও বিধি প্রণয়ন করা হয়েছে। যার মধ্যে বার-কাউন্সিলের সনদ পরীক্ষার বিধিমালা অন্যতম। এ বিভাগের সংশোধনযোগ্য অপর আইন/বিধিমালাসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ আন্তরিকভাবে কাজ করবেন মর্মে আমি আশা করি।

৪। আইন ও বিচার বিভাগের ওয়েবসাইটে সেবা বক্সসমূহ হালনাগাদ রাখতে হবে। যাতে সেবাগ্রহিতাগণ সহজেই সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা/অনুবিভাগের কর্মকর্তাগণের যোগাযোগের নম্বর ও ই-মেইল আইডি প্রাপ্ত হন। প্রত্যেক শাখার কর্মকর্তা ও প্রোগ্রামারকে বিষয়টি খেয়াল রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

৫। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় এ বিভাগের বেশ কিছু উত্তম চর্চা রয়েছে। এ বছর প্রণীত তালিকার সংগে আগামী বছর উত্তম চর্চার ক্ষেত্রটি আরো সম্প্রসারিত হবে। অন-লাইন সিস্টেমে প্রদত্ত অভিযোগ যথাসময়ে যথাযথভাবে নিষ্পত্তির জন্য আমি অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তার দৃষ্টি আকষর্ণ করছি।

৬। এ বিভাগের দুটি প্রকল্প চালু রয়েছে, যার ক্রয় পরিকল্পনা গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। উক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন/পরিবীক্ষণের জন্য প্রকল্পের কো-অর্ডিনেটর এর দৃষ্টি আকষর্ণ করছি।

৭। ইতোমধ্যে ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে। ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয়কৃত দ্রব্যাদির তালিকা যথাসময়ে নৈতিকতা কমিটির কাছে প্রেরণের জন্য উপ-সচিব (প্রশাসন-২) প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

৮। এ বিভাগের সিটিজেন চার্টার যথারীতি হালনাগাদ রাখার বিষয়টিতে সংশ্লিষ্ট সকলের ভূমিকা রয়েছে। পাশাপাশি নাগরিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিবন্ধন অধিদপ্তর এবং জাতীয় আইনগত প্রদান সংস্থা তাদের সিটিজেন চার্টার হালনাগাদ রাখতে হবে। যাতে সেবা গ্রহিতাগণ সহজেই তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য, ফরমস্ ও যোগাযোগের লিংকসমূহ অবগত হতে পারেন।

৯। এ বিভাগের প্রতিটি শাখা সচিবালয় নির্দেশাবলী অনুযায়ী যথারীতি পরিদর্শন করা আবশ্যক। পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন সুপারিশসমূহ যথাসময়ে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা, তা সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে পরিবীক্ষণ করতে হবে। তাছাড়া, প্রতিটি নথি খোলার সময় সে নথির শ্রেণীকরণ করে তা নথির শ্রেণীবিন্যাস সংক্রান্ত রেজিস্ট্রারে তালিকাভুক্ত করা আবশ্যক। সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ অনুযায়ী প্রত্যেক শাখা/অধিশাখা/অনুবিভাগের নথি শ্রেণীবিন্যাস করা হচ্ছে কিনা, পরিদর্শনকালে এ বিষয়টিও দেখতে হবে। শ্রেণীবিন্যাসকৃত নথি যথা নিয়মে বিনষ্টিকরণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১০। ইতোমধ্যে বিচারপ্রার্থী জনগণের জন্য এ বিভাগের উদ্যোগে তথ্য প্রদান সংক্রান্ত ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে, যা আশাব্যঞ্জক। এ বিভাগের শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম যথারীতি সম্পন্ন করতে হবে।

১১। ইতোপূর্বে এ বিভাগ কর্তৃক শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়নি। এ বছর এ পুরস্কার প্রদানের লক্ষ্যে কমিটি গঠন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১২। কোভিড মহামারী সংক্রান্ত বিশেষ অবস্থায় এ বিভাগের কর্মপরিবেশ উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গৃহিত হয়েছে। উক্ত কার্যক্রম আরো গতিশীল ও সক্রিয় রাখার জন্য এ সংক্রান্ত কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

১৩। শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ সর্বোচ্চ নৈতিকতার মানদন্ড বজায় রেখে ব্যয় করার জন্য সবার সহযোগীতা কামনা করছি।

১৪। শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ কর্মপরিকল্পনায় উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে যথাযথভাবে ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত, ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ এবং আওতাধীন দপ্তর সংস্থার কর্মপরিকল্পনার উপর ফিডব্যাক প্রদান করার বিষয়ে আন্তরিক হবেন- এটি আমার প্রত্যাশা।

১৫। নৈতিকতা কমিটির সভায় আলোচিত সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য যে সকল ব্যক্তি দায়িত্বপ্রাপ্ত তাদের প্রত্যেকের সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমেই কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

সভায় উপস্থিত বেগম রুনা নাহিদ, সলিসিটর তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, তিনি নিয়মিত তাঁর অনুবিভাগের বিভিন্ন শাখা পরিদর্শন করেন।

সভাপতি এ প্রসঙ্গে পরিদর্শন রিপোর্ট প্রণয়ন এবং পরিদর্শনকালে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ দূরীকরণের জন্য গৃহিত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নের পরামর্শ প্রদান করেন।

সভায় উপস্থিত যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন-১), তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, প্রত্যেক শাখা তাদের নথি সচিবালয় নির্দেশমালা অনুযায়ী শ্রেণীবিন্যাস এবং ব্যবস্থাপনা করতে হবে। নিয়মিত প্রশিক্ষণ এবং পরিবীক্ষণের মাধ্যমে নথি ব্যবস্থাপনা যথাযথভাবে হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা যেতে পারে। তাছাড়া, শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনায় প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত কর্মকৌশল বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট শাখা ও অনুবিভাগকে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করা যেতে পারে।

সভাপতি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, নৈতিকতা কমিটির সভায় আলোচিত সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য যে সকল ব্যক্তি দায়িত্বপ্রাপ্ত তাদের প্রত্যেকের সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমেই কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। তাছাড়া, সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য দাপ্তরিক কর্মকান্ডের প্রত্যেক স্তরে প্রতিটি কর্মকর্তা/কর্মচারীকে তাদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে দুর্নীতিমুক্ত সেবামূখী প্রশাসন গড়ে তুলতে হবে। এ বিভাগের শুদ্ধাচার কর্মকৌশল সঠিকভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের নৈতিকতা ও সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য সবাই একযোগে কাজ করবে মর্মে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করছি। অতঃপর তিনি কোভিড মহামারীর এ দুঃসময়ে সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কর্তব্য পালনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

সভায় আলোচিত বিষয় হতে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় ঃ

১। প্রকল্পের পরিদর্শন শেষে তার বাস্তবায়ন প্রতিবেদন প্রদান করতে হবে।

২। সকল কর্মকর্তার যোগাযোগের তথ্য সংযোজনক্রমে ওয়েবসাইট হালনাগাদ করতে হবে।

৩। যথাযথভাবে সকল শাখার নথির শ্রেণীবিন্যাস ও বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা তৈরী করতে হবে।

৪। এ বিভাগের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর সুশাসন ও চাকরি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ যথা সময়ে প্রদান করতে হবে।

৫। শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের জন্য কমিটি গঠন করতে হবে।

সভায় আর কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

২৯/১১/২০২০

(মোঃ গোলাম সারওয়ার)
সচিব
আইন ও বিচার বিভাগ।